স্বাধীনতা উপত্যকা

সশস্ত্র সংগ্রাম, রক্তক্ষয় ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সুনাগঞ্জ জেলার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এ জেলার সংগ্রামী ছাত্র-জনতা, অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধারা বার বার মোকাবেলা করেছে পাক হানাদার বাহিনীকে। মুক্ত রেখেছে এ জেলার অধিকাংশ স্থান। যে স্থানগুলোতে কখনোই পাক হানাদার বাহিনী একটি বারের জন্যও প্রবেশ করতে পারেনি, জেলা প্রশাসন সে স্থানগুলো কে 'স্বাধীনতা উপত্যকা' নামে অভিহিত করেছে।

এগুলো হলো:

১। ডলুরা স্বাধীনতা উপত্যকাঃ ৪৮ জন শহীদের গণকবর ডলুরা স্বাধীনতা উপত্যকা সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার নারায়ণতলায় অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এলাকা ৪ নং বালাট সাব-সেক্টরের অধীন ছিল।

চিত্রঃ ৪৮ জন শহীদের গণকবর, ডলুরা।

চিত্রঃ মুক্তিযোদ্ধার ভাস্কর্য, ডলুরা সুনামগঞ্জ সদর

২। টেকেরঘাট স্বাধীনতা উপত্যকাঃ তাহিরপুর উপজেলার টেকেরঘাটে এই স্মৃতিসৌধটি অবস্থিত। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মোঃ আব্দুল হামিদ এই এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। তাঁর যুদ্ধকালীন স্মৃতিসহ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই এলাকাটিকে 'স্বাধীনতা উপত্যকায় রূপ দেওয়া হয়।

চিত্রঃ টেকেরঘাট স্মৃতিসৌধ

৩। বাঁশতলা স্মৃতিসৌধঃ দোয়ারাবাজার উপজেলার পাহাড়বেষ্টিত বাঁশতলা এলাকায় এবং তার আশপাশে মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহীদ হন, তাঁদের সমাহিত করা হয় বাঁশতলার এই নির্জনে। সেই স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য নির্মাণ করা হয় বাঁশতলা স্মৃতিসৌধ ।এখানে আছে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধার সমাধি।

চিত্রঃ বাঁশতলা স্মৃতিসৌধ

৪। মহেষখলা স্মৃতিসৌধঃ ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যনগর থানার বংশীকুন্ডা (উত্তর) ইউনিয়নের মেঘালয় সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত এই স্মৃতিসৌধটি।মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এলাকা ১১ নং সেক্টরের ১ নং সাব-সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চিত্রঃ মহেষখলা স্মৃতিসৌধ